বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা
সান্ধ্য সংস্করণ
৫ চৈত্র ।।১৪৩২।।শুক্রবার ২০ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৮৮ সংখ্যা ।।৫ পাতা

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/20/2026 2:33 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৫ চৈত্র ।। ১৪৩২।। শুক্রবার ২০ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৮৮ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

সর্বকালের সর্বনিম্ন, রুপি-র দরে রেকর্ড পতন, মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে ৯৩-এর গণ্ডি পার

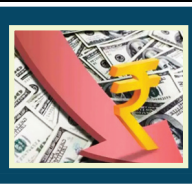

ঘূর্ণিঝড় 'নারেল' আছড়ে পড়ল কুইন্সল্যান্ডে, চারিদিকে হাহাকার'

হরমুজ প্রণালী ফের সচল করতে এবার বড় পদক্ষেপ, বিবৃতি জারি করল জাপান সহ ইউরোপের পাঁচটি দেশ

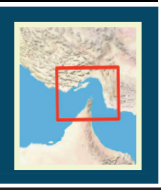

কমিশনকে বিঁধে মমতার পাশে ওমর-কেজরিওয়াল

ভোটের মুখে বাংলায় আমলা বদল ঘিরে চড়ছে রাজনীতির পারদ। নির্বাচন কমিশনের এই সক্রিয়তাকে 'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র' বলে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের মুখে বাংলায় আমলা বদল ঘিরে চড়ছে রাজনীতির পারদ। নির্বাচন কমিশনের এই সক্রিয়তাকে 'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র' বলে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ইস্যুতে এবার তৃণমূল নেত্রীর পাশে দাঁড়ালেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এবং আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কমিশনের পদক্ষেপকে গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য বিপজ্জনক বলে সরব হয়েছেন তাঁরা। রবিবার ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের পর থেকেই দফায় দফায় রাজ্যের শীর্ষ আমলা ও পুলিশ আধিকারিকদের সরিয়ে দিচ্ছে কমিশন।

মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব থেকে শুরু করে সরানো হয়েছে রাজ্য পুলিশের ডিজি ও কলকাতার পুলিশ কমিশনারকেও। বৃহস্পতিবারও ছয় আমলাকে ভিন রাজ্যে বদলি করা হয়েছে। এই পদক্ষেপকে 'প্রশাসনিক অযোগ্যতা' ও 'বিশৃঙ্খলা' বলে আক্রমণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পঙ্গু করার সুপরিকল্পিত চেষ্টা চলছে।

মমতার এই লড়াইকে সমর্থন জানিয়ে ওমর আবদুল্লা বলেন, 'এই ধরনের ব্যাপক রদবদল বা বদলি কেবল অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতেই ঘটে - বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে; তবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অবশ্য, পশ্চিমবঙ্গ আবারও সেই সত্যটি প্রমাণ করবে যা আমি সর্বদা বিশ্বাস করে এসেছি - রাজনৈতিক দলগুলোর হয়ে নির্বাচনে জয় এনে দেন কর্মকর্তারা নন, বরং সেই দলগুলোর নেতারাই। নির্বাচন কমিশন ফলাফল প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে যতই কারসাজির চেষ্টা করুক না কেন, তাতে ফলাফলের কোনও পরিবর্তন হবে না। ভোট গণনার দিন মমতা দিদি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করবেন।' একই সুরে সুর মিলিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাঁর দাবি, 'বিজেপি অসৎ উপায়ে নির্বাচনে জেতার জন্য নির্বাচন কমিশনকে তাদের অস্ত্র বানিয়েছে। আজ পশ্চিমবঙ্গে যা ঘটছে, দিল্লির নির্বাচনেও ঠিক তাই হয়েছিল। ভোটার তালিকা থেকে নাম মুছে ফেলা হয়েছিল, পুলিশ প্রশাসন বিজেপির গুণ্ডামিকে প্রশ্রয় দিয়েছিল এবং পুরো প্রশাসন বিজেপিকে জেতানোর কাজেই ব্যস্ত ছিল। গণতন্ত্রকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। আজ মমতা দিদিও গণতন্ত্রকে বাঁচানোর জন্য লড়ছেন। এই সংগ্রামে আমরা তাঁর সঙ্গে আছি।' কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আধিকারিকদের অপসারিত করে আবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের অন্য রাজ্যে পর্যবেক্ষক করে পাঠানো হচ্ছে।

শিলিগুড়ি ও বিধাননগরের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকা কিছু সময়ের জন্য নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছিল। মমতার হুঁশিয়ারি, বাংলা কখনও ভয়ভীতির কাছে নতি স্বীকার করবে না এবং বিভেদকামী শক্তিকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করবে।

আরজি করে লিফট বিপর্যয়ে মৃত্যু

গাফিলতির 'স্বীকারোক্তি' বিধায়কের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আরজি কর হাসপাতালে লিফ্ট বিভ্রাটে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় কার্যত প্রশাসনের ব্যর্থতাই প্রকট হয়ে উঠল। শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে নজরদারির অভাব ও স্থানীয় প্রশাসনিক গাফিলতির কথা মেনে নিলেন তৃণমূল বিধায়ক তথা ওই হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অতীন ঘোষ। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে কলকাতা পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য লিফ্ট ম্যান-সহ বেশ কয়েক জনকে থানায় তলব করা হয়েছে। দমদমের বাসিন্দা বছর চল্লিশের অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় চার বছরের সন্তানের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে এসেছিলেন। অভিযোগ, পাঁচ তলা থেকে নামার সময় প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে লিফ্ট টটি নীচে পড়ে যায়। প্রায় দুই ঘণ্টা আটকে থাকার পর অরূপের মৃত্যু হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে হাসপাতালের নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো। সোমবার রোগী কল্যাণ সমিতির জরুরি বৈঠক ডেকেছেন অতীন ঘোষ। তিনি স্পষ্ট জানান, 'স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যর্থতায় এই ঘটনা, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই।' অতীনের দাবি, হাসপাতালে এখনও নজরদারির অভাব রয়েছে। যারা দায়িত্বে আছেন, তাঁরা দায় এড়াতে পারেন না। লিফ্ট পূর্ত দফতরের অধীনে হলেও এখানকার আধিকারিকদের নজরদারি চালানো উচিত ছিল বলে মনে করছেন তিনি। অতীনের কথায়, 'যাঁরা এই সমস্ত ক্ষেত্রে দায়িত্বে আছেন, তাঁরা দায় এড়াতে পারেন না। লিফ্ট পূর্ত দফতরের অধীনে। সেটা ঠিক মতো না চললে এখানে দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের দায় নিতে হবে।' সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা এজেন্সির বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। ২০২৪-এর অগস্টে চিকিৎসক খুনের ঘটনার অভিযোগের পর আরজি করের নিরাপত্তা নিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড় হয়েছিল। সেই স্মৃতি উসকে দিয়ে ফের এই দুর্ঘটনা হাসপাতালের দৈনন্দিন প্রশাসনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। অতীন জানান, 'দৈনন্দিন প্রশাসনে মাথা গলানোর ক্ষমতা রোগী কল্যাণ সমিতির আইন আমাকে দেয়নি। বৈঠক ছাড়া তাই কিছু বলতে পারছি না। এটা একেবারেই নজরদারির অভাবের ফল।' সূত্রে খবর, ডিউটিতে থাকা নিরাপত্তারক্ষী ও লিফ্ট পরিচালনার দায়িত্বে থাকাদের বয়ান রেকর্ড করা হচ্ছে। গাফিলতি প্রমাণিত হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে ঘটনার পর থেকে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় হাসপাতাল চত্বর। মৃতের পরিজন ও সাধারণ রোগীদের বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। অরূপের স্ত্রী ও সন্তানও বর্তমানে ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/20/2026 2:33 PM Page 3

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী ঘিরে নতুন আতঙ্ক

মধ্য এশিয়ার সংঘাত কি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মধ্য এশিয়াতে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা নতুন করে বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা উসকে দিয়েছে। ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলার পর ইরান পাল্টা আঘাত হেনেছে সংযুক্ত আরব, বাহরিন, সৌদি আরব এবং কাতারের উপর। এই সংঘাত দ্রুত বিস্তৃত হওয়ায় আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে;এ কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ?এই প্রেক্ষাপটে আবারও আলোচনায় উঠে এসেছেন বুলগেরিয়ার রহস্যময় ভবিষ্যৎবক্তা বাবা ভাঙ্গা। তাঁর অনুগামীদের দাবি, তিনি বহু আগেই ২০২৬ সালে একটি বড় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। বলা হয়, তিনি স্বপ্নে বিভিন্ন দৃশ্য দেখতেন এবং সেখান থেকেই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি তৈরি হত। তাঁর একাধিক ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্ব দিক থেকে যুদ্ধ শুরু হয়ে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে;যা বর্তমান মধ্য এশিয়ার পরিস্থিতির সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছেন অনেকে।বর্তমানে ইরান-ইজরায়েল-যুক্তরাষ্ট্র সংঘাত এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে ছোট্ট একটি ভুল পদক্ষেপও বড় আকারের যুদ্ধ ডেকে আনতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক হামলার নির্দেশ দিয়েছেন, যা নিয়ে পশ্চিমের বিশ্বেও বিভাজন তৈরি হয়েছে। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই পদক্ষেপকে প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে দেখছে, অন্যদিকে ইউরোপের বেশ কিছু দেশ আশঙ্কা করছে;এটি আরও বড় আঞ্চলিক যুদ্ধের সূচনা হতে পারে।বাবা ভাঙ্গার আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, যেখানে ইউরোপে একটি বড় যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, যা জনসংখ্যায় ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি এই সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে অন্যান্য দেশও এতে জড়িয়ে পড়তে পারে;বিশেষ করে যেসব দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে এবং যেগুলিকে ইরান ইতিমধ্যেই লক্ষ্যবস্তু করেছে।একই সময়ে ফরাসি ভবিষ্যৎবক্তা নস্ত্রাদামুসের ভবিষ্যদ্বাণীও নতুন করে আলোচনায় এসেছে। তাঁর লেখায় ২০২৬ সালে সাত মাসব্যাপী এক ভয়াবহ যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় বলে দাবি করা হচ্ছে। একটি বিখ্যাত পঙক্তিতে তিনি লিখেছিলেন, সাত মাসের মহাযুদ্ধ, মানুষ মারা যাবে অশুভ শক্তির হাতে। অনেকেই এই ভবিষ্যদ্বাণীকে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত করছেন।এছাড়াও, বাবা ভাঙ্গা নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, একটি বড় সংঘাতের পর বিশ্বরাজনীতিতে বড় পরিবর্তন আসবে এবং পুতিনের মতো নেতাদের প্রভাব বাড়বে। বর্তমানে ইউক্রেন যুদ্ধ, ইজরায়েল-গাজা সংঘাত এবং মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা মিলিয়ে বিশ্ব ইতিমধ্যেই এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে।তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন,

এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে, এমন ভবিষ্যদ্বাণীকে পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। তবুও বর্তমান উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি মানুষের মনে ভয় ও অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে তুলছে।সব মিলিয়ে, বাস্তব পরিস্থিতি যতটা উদ্বেগজনক, তার সঙ্গে কল্পনা ও ভবিষ্যদ্বাণীর মিশ্রণে আতঙ্ক আরও বাড়ছে। এখন দেখার বিষয়, কূটনৈতিক প্রচেষ্টা পরিস্থিতি শান্ত করতে পারে কি না, নাকি বিশ্ব আরও বড় সংঘাতের দিকে এগিয়ে যায়।

লাইট জ্বালিয়ে বা টিভি চালিয়ে ঘুমালে শরীরের ক্ষতি হতে পারে

নয়া জামানা ডেক্স ঃ রাতে ঘুমানোর সময় ঘরের লাইট জ্বালিয়ে রাখা বা টিভি চালিয়ে রাখা অনেকেরই অভ্যাস। কেউ অন্ধকারে ভয় পান, আবার কেউ টিভির শব্দে ঘুমাতে স্বস্তি পান। কিন্তু চিকিৎসকদের মতে, এই অভ্যাস দীর্ঘদিন চালিয়ে গেলে শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মানুষের শরীরে একটি প্রাকৃতিক বডি ক্লক বা দৈহিক ঘড়ি আছে, যাকে সার্কাডিয়ান রিদম বলা হয়। এই ঘড়ি দিন-রাতের আলো-অন্ধকার অনুযায়ী কাজ করে। রাতে অন্ধকার হলে শরীরে মেলাটোনিন নামে একটি হরমোন বের হয়, যা ঘুম আনতে সাহায্য করে। কিন্তু ঘরে আলো থাকলে বা টিভির স্ক্রিনের আলো থাকলে এই হরমোনের নিঃসরণ কমে যায়। ফলে ঘুমের মান খারাপ হয়। টিভি চালিয়ে ঘুমালে শুধু আলোই নয়, টিভির শব্দ ও স্ক্রিনের পরিবর্তনশীল আলোও মস্তিষ্ককে আংশিকভাবে সক্রিয় রাখে। এতে শরীর গভীর ঘুমে যেতে পারে না। ফলে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরও ক্লান্ত লাগে। শুধু ঘুমের সমস্যা নয়, এই অভ্যাস শরীরের হরমোনের ভারসাম্যেও প্রভাব ফেলতে পারে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রাতে কৃত্রিম আলোতে ঘুমালে শরীরের মেটাবলিজম বা শক্তি ব্যবহারের প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। দীর্ঘদিন এভাবে চললে ওজন বাড়া, স্থূলতা বা মেটাবলিক সমস্যার ঝুঁকি বাড়তে পারে। আরও কিছু গবেষণায় বলা হয়েছে, রাতে আলোতে ঘুমালে শরীরের স্বাভাবিক হরমোনের চক্র নষ্ট হয় এবং ঘুমের গুণমান কমে যায়। ফলে ধীরে ধীরে শরীরে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন ক্লান্তি, মনোযোগ কমে যাওয়া বা হরমোনজনিত সমস্যা। চিকিৎসকদের মতে, ভাল ঘুমের জন্য কিছু সহজ নিয়ম মেনে চলা জরুরি। যেমন ঘুমানোর আগে টিভি বা মোবাইল বন্ধ করা, ঘর অন্ধকার রাখা, এবং নির্দিষ্ট সময় মেনে ঘুমাতে যাওয়া। এতে শরীর বুঝতে পারে যে এখন বিশ্রামের সময়।সব মিলিয়ে বলা যায়, লাইট জ্বালিয়ে বা টিভি চালিয়ে ঘুমানো অনেকের কাছে স্বাভাবিক অভ্যাস হলেও তা দীর্ঘমেয়াদে শরীরের হরমোন ও মেটাবলিজমে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই ভাল ঘুম ও সুস্থ থাকার জন্য রাতে যতটা সম্ভব অন্ধকার ও শান্ত পরিবেশে ঘুমানোই সবচেয়ে শ্রেয়।

ছাঙ্গুতে আচমকা ভারী তুষারপাত !

বিপর্যস্ত পর্যটকরা, বন্ধ যান চলাচল, ভ্রমণে কড়া নিষেধাজ্ঞা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বসন্তের শুরুতেই সিকিমে অকাল শীতের দাপট।প্রবল তুষারপাতের জেরে পর্যটকদের জন্য কার্যত বন্ধ হয়ে গেল ছাঙ্গু লেকের দরজা। আপাতত নিরাপত্তার খাতিরে সিকিম প্রশাসন ও সেনার তরফে পর্যটকদের ছাঙ্গু যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। পর্যটক ও স্থানীয়দের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে কেবল ১৫ মাইল পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি মিলছে। স্থানীয় সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে, পূর্ব সিকিমের এক বিশাল অংশ এখন সাদা বরফে ঢাকা। রাস্তাঘাট সচল রাখতে অত্যাধুনিক যন্ত্র দিয়ে বরফ সরানোর কাজ চলছে পুরোদমে। কিন্তু লাগাতার তুষারপাতের জেরে সেই কাজে বারবার বিঘ্ন ঘটছে। ফলে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না প্রশাসন। হিমালয়ান হসপিটালিটি ও ট্যুরিজম ডেভলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সভাপতি সম্রাট সান্যাল জানান, স্কুলে ছুটি থাকায় এই মুহূর্তে পাহাড়ে পর্যটকদের ঢল নেমেছে। দক্ষিণবঙ্গের ক্রমবর্ধমান গরম থেকে বাঁচতে এবং বরফের টানে কলকাতা-সহ দেশের নানা প্রান্তের মানুষ দার্জিলিং ও সিকিমে ভিড় জমিয়েছেন। এই দুর্যোগ পরিস্থিতিতে ছাঙ্গু লেক যাওয়ার পথ বন্ধ হওয়ায় পর্যটকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। কলকাতা থেকে আসা পর্যটক দীপ সাহার কথায়, ক্ষুপ্রথমবার বরফ দেখার টানে সিকিম এসেছিলাম। কিন্তু প্রবল তুষারপাতের জন্য ছাঙ্গু যাওয়ার অনুমতি পেলাম না। মন খারাপ হলেও পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই যে এই সিদ্ধান্ত, তা মানতেই হবে। পরে আবার আসব।আপাতত পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে প্রশাসন। আবহাওয়া স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/20/2026 2:33 PM Page 4

স্ত্রী-ছেলেকে কুপিয়ে খুন, আত্মহত্যার চেষ্টায় স্বামী

নয়া জামানা,হাওড়া ঃ পারিবারিক অশান্তি থেকে নৃশংস হত্যাকাণ্ড;রক্তাক্ত ঘটনায় শিউরে উঠল হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া-র বানিতলা এলাকা। স্ত্রী ও বড় ছেলেকে কুপিয়ে খুন করার পর বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে অভিযুক্ত স্বামী। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অভিযুক্ত যুবক এবং গুরুতর জখম অবস্থায় ভর্তি রয়েছে তার ছোট ছেলে। ইতিমধ্যেই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত প্রদীপ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক অশান্তির মধ্যে ছিলেন। স্ত্রী অপর্ণা মুখোপাধ্যায় (৩৮), দুই ছেলে ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে তার পরিবার। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ চরমে ওঠে। সেই অশান্তির জেরেই রাতের অন্ধকারে ঘটে যায় ভয়াবহ ঘটনা।জানা গিয়েছে, রাতে অপর্ণা দুই ছেলে;প্রণব ও আবিরকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় প্রদীপ বাড়ির টালির চাল খুলে ঘরের ভিতরে ঢোকে। এরপর ধারালো কাটারি দিয়ে ঘুমন্ত স্ত্রী ও বড় ছেলে প্রণবের উপর এলোপাথাড়ি কোপাতে শুরু করে। আকস্মিক এই হামলায় ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হন তারা। ছোট ছেলে আবির পালানোর চেষ্টা করলে তাকেও লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। ঘটনার পর প্রদীপ নিজেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। প্রতিবেশীরা চিৎকার শুনে এগিয়ে এসে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রক্তাক্ত অবস্থায় সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা অপর্ণা ও প্রণবকে মৃত ঘোষণা করেন।বর্তমানে অভিযুক্ত প্রদীপ ও তার ছোট ছেলে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ প্রদীপের মা কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়কে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। কী কারণে এই নৃশংস ঘটনা, তার পেছনে পারিবারিক বিবাদের ভূমিকা কতটা;সব দিক খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

প্রার্থীকে নিয়ে বিজেপির অন্দরে ক্ষোভ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুরের ৫৮ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। সম্প্রতি চিত্ত মুখার্জি-এর নাম বিজেপি প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা হওয়ার পরেই এলাকাজুড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। একদিকে দলের একাংশের সমর্থকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। তারা প্রার্থীর বাড়িতে ও বিভিন্ন মোড়ে জড়ো হয়ে মিষ্টি বিতরণ করেন এবং স্লোগান তুলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে দলের জন্য কাজ করার ফলেই চিত্ত মুখার্জি এই দায়িত্ব পেয়েছেন এবং তিনি জঙ্গিপুরের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।তবে অন্যদিকে দলেরই একাংশের কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা যায়। প্রার্থী ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ কিছু বিক্ষুব্ধ কর্মী রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তারা টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করেন এবং দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এই প্রার্থী নির্বাচনের পেছনে রাজনৈতিক সমঝোতা রয়েছে। তাদের দাবি, বিজেপি-র এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নাকি শাসক দল তৃণমূলের-এর সঙ্গে একটি অঘোষিত সমঝোতা হয়েছে।বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, জঙ্গিপুরে এমন একজন প্রার্থী দরকার যিনি দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং সংগঠনের ভিত শক্ত করেছেন। তাদের অভিযোগ, চিত্র মুখার্জির মতো প্রার্থীকে সামনে এনে দল প্রকৃত কর্মীদের অবমূল্যায়ন করেছে। তাই অবিলম্বে প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে তারা আন্দোলনে নামেন। বিক্ষোভ চলাকালীন এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়।স্থানীয় প্রশাসন পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করে এবং রাস্তা অবরোধ তুলে দেওয়ার আবেদন জানায়। পরে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই দলগুলোর ভিতরে অসন্তোষ এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামনে আসছে। জঙ্গিপুরের এই ঘটনাও তারই একটি উদাহরণ। এখন দেখার বিষয়, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই বিক্ষোভের পর কী সিদ্ধান্ত নেয় এবং প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি আদৌ বিবেচনা করা হয় কি না।

মানভেঙ্গে ভেঙ্গে প্রচারে জোর খগেশ্বর রায়ের

নয়া জামানা, রাজগঞ্জ ঃ অভিমান ভাঙল খগেশ্বর রায়ের, মমতার আশ্বাসে তৃণমূলেই থাকার ঘোষণা। টিকিট না পাওয়া নিয়ে যে অশান্তি তৈরি হয়েছিল, সেটা এবার পুরোপুরি মিটে গেল। সব জল্পনা শেষ করে রাজগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক খগেশ্বর রায় জানিয়ে দিলেন, তিনি তৃণমূল কংগ্রেসেই থাকছেন।প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই খুব ক্ষুব্ধ ছিলেন খগেশ্বর রায়। তিনি জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান পদ ছাড়ার কথাও বলেছিলেন। শুধু তাই নয়, রাজগঞ্জ ব্লকের অনেক নেতা-কর্মীও তাঁর সমর্থনে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। খগেশ্বর রায় বলেছিলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দলের পক্ষ থেকে ঠিকঠাক উত্তর না পেলে তিনি নিজের পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাবেন।এরপর পরিস্থিতি সামলাতে সরাসরি উদ্যোগ নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। জানা গেছে, এদিন রাতে তিনি ফোনে খগেশ্বর রায়ের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁকে আশ্বস্ত করেন। সেই কথাবার্তার পরেই পরিস্থিতি অনেকটাই শান্ত হয়।এদিন বেলাকোবার নিজের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে খগেশ্বর রায় জানিয়ে দেন, তিনি দল ছাড়ছেন না। জেলা নেতৃত্বের সামনেই তিনি বলেন, সব ভুল বোঝাবুঝি মিটে গেছে এবং তিনি আগের মতোই দলের হয়ে কাজ করবেন।তারপর থেকে প্রচারে জোর দেন তিনি,উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকায় রাজগঞ্জ কেন্দ্র থেকে খগেশ্বর রায়ের নাম ছিল না। তাঁর জায়গায় প্রার্থী করা হয়েছে অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনকে।এই খবর জানার পরই খগেশ্বর রায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সমালোচনা করেন।তবে শেষ পর্যন্ত সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। খগেশ্বর রায় দলে থাকায় জলপাইগুড়ি জেলা ও রাজগঞ্জে তৃণমূল শিবিরে এখন স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

প্রার্থী ঘোষণার পরই বিজেপি কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ ডুয়ার্স অঞ্চলে বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী ঘোষণার পরেই শুরু হয় তীব্র বিক্ষোভ।আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী হিসেবে লক্ষ্মণ লিম্বুর নাম ঘোষণার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন একাংশের বিজেপি নেতা ও কর্মীরা।

প্রতিবাদে তাঁরা দলীয় কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে যারা দলের জন্য নিরলস পরিশ্রম করে আসছেন, তাঁদের উপেক্ষা করে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়েছে। এতে স্থানীয় কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

তাঁদের দাবি, দলীয় ভিত্তি মজবুত রাখতে হলে পুরনো ও নিষ্ঠাবান কর্মীদেরই প্রাধান্য দেওয়া উচিত ছিল। জেলা এসটি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক কার্তিক রাও জানান, আমরা কোনও জাতিগত বিরোধিতা করছি না। নেপালি বা অন্য কোনও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু যারা এতদিন ধরে দলের জন্য সময় ও পরিশ্রম দিয়েছে, তাদেরই প্রার্থী করা উচিত ছিল। বিক্ষোভকারীরা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, তাঁদের পছন্দের প্রার্থী মিঠুন রাও। তাঁদের দাবি, প্রার্থী পুনর্বিবেচনা না করা পর্যন্ত দলীয় কার্যালয় বন্ধই থাকবে। এই ঘটনাকে ঘিরে মাদারিহাটে বিজেপির অন্দরের ক্ষোভ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এসেছে, যা নির্বাচনের আগে দলের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

পথ দুর্ঘটনায় শিশুমৃত্যু, বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ পথ দুর্ঘটনায় শিশুর মৃত্যু ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় লভপুরে। শুক্রবার সকালে সাড়ে দশটা নাগাদ ধনডাঙা গ্রামের এক শিশু কন্যা মায়ের সঙ্গে চৌহাট্টা-সাঁইথিয়া সড়ক দিয়ে যাচ্ছিল। স্থানীয়দের দাবি, চৌহাট্টার দিকে দ্রুতগতিতে আসা একটি টেম্পো নাবালিকাকে ধাক্কা দেয়। গুরুতর জখম হওয়ায় স্থানীয়রা শিশুটিকে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা ঘাতক টেম্পো আটক করে বিক্ষোভ শুরু করেন। তারা রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে, গাছের গুঁড়ি ফেলে সড়ক অবরোধ করেন। এতে চৌহাট্টা-সাঁইথিয়া সড়ক কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষোভ ও রাস্তা অবরোধের কারণে পুলিশকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষভাবে কৌশল প্রয়োগ করতে হয়।জানা গেছে, দুর্ঘটনার পর থেকে টেম্পোর চালক পলাতক।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/20/2026 2:33 PM Page 5

হুগলি ইমামবাড়া

আজও বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ হুগলি জেলা সদর চুঁচুড়ায় অবস্থিত হুগলি ইমামবাড়া শুধু একটি ধর্মীয় উপাসনালয় নয়, ইতিহাস ও স্থাপত্যের নিদর্শন। রাজ্যের হেরিটেজ স্বীকৃতি পেয়েছে মুঘল আমলে তৈরি এই স্মৃতিসৌধ। যা আজও সৌভ্রাতৃত্ব ও বাংলার সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের প্রতীক। ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিচারে শুরুতেই হেরিটেজ স্বীকৃতি লাভ করে হুগলি জেলা সদর চুঁচুড়ায় অবস্থিত প্রাচীন এই স্থাপত্য। ২০০৬ সালে প্রথমবারের জন্য কমিশনের টাকায় ইমামবাড়া সংস্কারের কাজ হয়। গত মার্চে, হুগলি ইমামবাড়া পরিদর্শনে এসে প্রাচীন স্থাপত্যশৈলী, সেখানে থাকা অনন্য ভাস্কর্য এবং ভেতরে থাকা বিখ্যাত বেলজিয়ান ঝাড়বাতি দেখে মুগ্ধ হন ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার এনড্রিও আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। বলেছিলেন, 'এই স্থাপত্য শুধু হুগলির নয়, সমগ্র ভারতের গর্ব। এটি সমস্ত ভারতীয় এবং বিশ্বের প্রতিটি মানুষের দেখা উচিৎ।' প্রসঙ্গত, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-র আমলে পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন বিধি (২০০১) বলবৎ হওয়ার পরে, নানা মাপকাঠিতে রাজ্যের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যগুলি চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়। ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিচারে শুরুতেই হেরিটেজ স্বীকৃতি লাভ করে হুগলি জেলা সদর চুঁচুড়ায় অবস্থিত প্রাচীন এই স্থাপত্য। ২০০৬ সালে প্রথমবারের জন্য কমিশনের টাকায় ইমামবাড়া সংস্কারের কাজ হয়। তার পর থেকে দফায় দফায় সেই টাকা এখনও আসছে। দু'তলা ভবনের প্রবেশপথে রয়েছে দুটি ১৫০ ফুট উচ্চ মিনার, যেগুলোর মাঝে বসানো হয়েছে একটি বিশাল ঘড়ি। ঘড়িটি তৈরি করেছিল ইংল্যান্ডের সেই কোম্পানি, যারা বিখ্যাত বিগ বেন ঘড়ির নির্মাতা। ১৬০০ সালের শেষ দিকে হুগলিতে বসতি স্থাপন করেন আগা মোতাহের নামে এক পারসি নুন ব্যবসায়ী। তিনিই পরে হাজি মোহাম্মদ মহসিন নামে পরিচিত হন। বর্তমান ইমামবাড়াটি তৈরি করা হয়েছিল তাঁর স্মৃতিতেই। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক এবং দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। যদিও কোনো নির্ভরশীল তথ্য নেই, তবে বিশ্বাস করা হয় যে মোতাহের, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে ইমামবাড়ার বিশাল জমি দানস্বরূপ পেয়েছিলেন। সেই জমিতেই তিনি ছোটোখাটো একটি ইমামবাড়া নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে তাঁর কন্যা মন্নুজান খানম তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। কোনো সন্তান না থাকায়, মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হন হাজি মোহসিন। মহসিন নিজেও সফল ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তাঁর অর্জিত সম্পদসহ সবকিছুই তিনি দান করে দেন জনকল্যাণের জন্য। বর্তমানে যে ইমামবাড়াটি রয়েছে তার নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৮৪১ সালে সৈয়দ কেরামত আলির তত্ত্বাবধানে। তৎকালীন কিছু বিতর্কের সুরাহার পর ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপে এই নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়। নির্মাণ কাজ শেষ হতে প্রায় ২০ বছর সময় লেগেছিল এবং খরচ হয়েছিল দু'লাখ টাকারও বেশি, যা সেই সময়ের জন্য ছিল বিশাল অঙ্কের অর্থ। এটি নির্মিত হয় পুরোনো ইমামবাড়ার ধ্বংসাবশেষের ওপর। এর চূড়ান্ত নকশা তৈরি করেছিলেন কেরামতউল্লাহ খান। আজ এই ইমামবাড়াটি পশ্চিমবঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্র, যা তার স্থাপত্যিক নৈপুণ্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য খ্যাত। দু'তলা ভবনের প্রবেশপথে রয়েছে দুটি ১৫০ ফুট উচ্চ মিনার, যেগুলোর মাঝে বসানো হয়েছে একটি বিশাল ঘড়ি। ঘড়িটি তৈরি করেছিল ইংল্যান্ডের সেই কোম্পানি, যারা বিখ্যাত বিগ বেন ঘড়ির নির্মাতা। ১৮৫২ সালে প্রায় ১১,০০০ টাকার বিনিময়ে ইমামবাড়ার এই বিশালাকার ঘড়িটি আনা হয়েছিল। ঘড়িটির দু'টি মুখ ও তিনটি ঘণ্টা রয়েছে। সবচেয়ে বড়ো ঘণ্টাটির ওজন ৩২০০ কেজি! ছোটো ঘণ্টাগুলো প্রতি ১৫ মিনিটে বাজে এবং বড়ো ঘণ্টাটি প্রতি ঘণ্টায় একবার বাজে। ঘড়িটি সচল রাখতে প্রতি সপ্তাহে দুইজন ব্যক্তিকে ২০ কেজি ওজনের একটি চাবি দিয়ে এটিকে ঘোরাতে হয়। অভ্যন্তরীণ স্থাপত্যের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, এখানে রয়েছে প্রশস্ত মার্বেলের মেঝে, একটি ফোয়ারা ও পুকুর, যা স্থানটির সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দেয়। ফোয়ারার দুই পাশে রয়েছে দু'তলা বিশিষ্ট বিশাল দালান, যা 'বিবিখানা' নামে পরিচিত। এখানকার প্রধান নামাজের স্থানটিকে বলা হয় 'জারি দালান', যা সাদা-কালো মার্বেল, ঝলমলে লণ্ঠন ও ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি দিয়ে সুসজ্জিত। দরজাগুলোর উপরের অংশে বসানো আছে রঙিন বেলজিয়াম কাচ। এছাড়া, এখানে একটি প্রাচীন ও সচল সূর্যঘড়িও (সানডায়াল) রয়েছে, যা একটি কংক্রিটের টেবিলে রাখা আছে। ঘড়িটি আজও সূর্যালোকের মাধ্যমে সঠিক সময় দেখায় হুগলি ইমামবাড়া শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। তবে মুহররম উপলক্ষে এখানে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় একত্রিত হয়। ইরাকের কারবালার আদলে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও রীতিনীতির সঙ্গে এখানকার মুহররম পালিত হয়। সর্বধর্মের মানুষকেই এই স্থাপত্যসৌধটি স্বাগত জানায়।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।